ভোটের দিন কোলাঘাট ব্লক দেখল কাকে বলে সন্ত্রাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ ঘড়ির কাটায় সকাল সাতটা, একে একে লম্বা লাইন দিতে শুরু করেছিল ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কেউ একেবারে প্রথম ভোট দেবার আশায়, আবার কেউবা সাধারণ ভোটার। কোলাঘাট ব্লকের সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পদুমপুর স্কুলের সামনে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ছিল লম্বা লাইন। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক একঘন্টা পরেই উপস্থিত হয় দশ পনেরো জনের বাইক বাহিনী। পদুমপুর প্রাইমারী স্কুলে ভোটারদের বের করিয়ে দিয়ে চলে ভোটলুট। ঘন্টাখানেক ধরে চলে ব্যাপক ছাপ্পা। উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। কিছুপরে একটি দোকানে শুরু হয় ভাঙচুর। সাগরবাড় গ্রামপঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে। তৃণমূলের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল পঞ্চায়েত দখল করা। এরপর একের পর এক তিনটি বুথে তান্ডব চালায় বলে অভিযোগ। পদুমপুর গ্রামের একের পর এক ভোটার ভোট দিতে এলে কারোর আঙুলে কালি লাগিয়ে দিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভোট না দিয়েই বেরিয়ে যেতে হয়। আর বেশিরভাগ ভোটারদের আঙুলে আর কালি লাগাতে হয়নি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান সুরজিৎ মাইতি জানান, এলাকায় তিন-চারটি বুথে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সারাদিন তান্ডব চালায়। জখম হয় পাঁচজন কংগ্রেস সমর্থক। এই সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুনরায় এই সমস্ত বুথে পুনঃনির্বাচনের দাবিও করেন। যদিও এই তান্ডবের কারণে এসইউসিআই-এর নেতা নারায়ণচন্দ্র নায়েক জানান, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ব্লকের বেশ কয়েকটি আসনের মতো সাগরবাড় গ্রামপঞ্চায়েতের পদুমপুর সহ আরো কয়েকটি আসনে পুনঃনির্বাচনের দাবি করেন। যদিও এই সন্ত্রাস প্রসঙ্গে সাগরবাড় পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সভাপতি তরুণ ঘোড়াই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

নিজের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিলেন সস্ত্রীক সূর্যকান্ত মিশ্র। সোমবার লাইনে দাঁড়িয়ে খাকুড়দা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। সাথে ছিলেন স্ত্রী উষা মিশ্র। নিজস্ব চিত্র

কোলাঘাটের নারায়ণ পাকুড়িয়া বুথে ভোটের আগে ব্যালট ছিনতাই-এর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ এবার ভোটের আগেই শাসকদলের কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উঠলো ব্যালট পেপার ছিনতাই-এর। ঘটনাটি ঘটেছে কোলাঘাটের ভোগপুর অঞ্চলের নারায়ণ পাকুড়িয়া (উত্তর) বুথে। অভিযোগ সকাল থেকেই ঠিকঠাক ভোটই চলছিল। দুপুরে ভোট চলাকালীন ব্যালট কম পড়ায় বাঁধে সমস্যা। এরপর ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিছু পরে প্রিসাইডিং অফিসার সুরেন্দ্র নাথ সর্দার স্বীকার করেন ও মুচলেকাও দেন রাত দুটো নাগাদ পাঁচজনের একটি দল আসে। আর ৭১টি ব্যালট পেপার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেয়। উত্তেজনা চরমে উঠলে আসে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। ২১৫ নং বুথের নির্দল প্রার্থী পার্বতী কুইলা অভিযোগ করেন, ভোটের আগে ৭১টি ব্যালট ছাপ্পা ভোটের জন হাতিয়ে নিয়েও দুপুরে তৃণমূলের বাইক বাহিনী এসে ভয় দেখাতে থাকে। তবে এলাকার মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলায় শেষমেষ ভোটপ্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। পুনরায় ভোটের আবেদন জানানো হয় নির্দলের পক্ষ থেকে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অস্বীকার করে বাইক বাহিনীর প্রদর্শনের বিষয়ে।

বলপাই-এ ছাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর সবং-এর ৯নং অঞ্চলের বলপাই ১২৭ নং বুথে প্রিসাইডিং অফিসারকে কয়েকজন দুষ্কৃতীরা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ব্যালট ছাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রিসাইডিং অফিসার ছাড়াতে গেলে মারধর করে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর ভোটদান বন্ধ ছিল কিছুক্ষণ। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অপরদিকে সবংয়ের ২৫৪/২৫৫ মোহর এলাকায় ব্যাপক তান্ডব চালাল বিজেপি কর্মীরা। চারটি মোটরসাইকেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এলাকা জুড়ে তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ারও অভিযোগের পাশাপাশি এক তৃণমূল সমর্থককে কিডন্যাপ করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে এলাকায় লালু বর্মন নামে বিজেপি আশ্রীত দুষ্কৃতী এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। এলাকায় ব্যাপক গন্ডগোল হয়। র‍্যাফ ও পুলিশ নেমে পরিস্থিতি সামলায়।

জলে ফেলা হল ব্যালট বাক্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। নারায়ণগড়ের হেমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের তারিয়াপুঞ্জি বুথে ঘটে এই ঘটনা। যার জেরে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা তারিয়াপুঞ্জি বুথে এসে বন্দুক নিয়ে ভয় দেখায়। ব্যালট বাক্স তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা পেয়ে সামনের পুকুরে দুটি ব্যালট বাক্স ফেলে দিয়ে পালায়। একজন পুলিশ কর্মীকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশে খবর গেলে পুলিশ এসে পুকুর থেকে দুটি ব্যালট ভর্তি বাক্স উদ্ধার করে। কিন্তু আরও একটি বাক্স পাওয়া যায়নি বলেই খবর। ঘটনায় ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভোট দিতে এসে অনেককেই ফিরে যেতে হয়।

বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল একাজ করেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, একাজ তাদের নয়। বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে একাজ করেছে।

শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ ! দুষ্কৃতী হামলা, ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার রামজীবনপুর পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ড কাঁটাগোলা এলাকা। ১৪ মে সন্ধ্যায় ঘটেছে ঘটনাটি। জানা গেছে, হুগলি জেলার পশ্চিমপাড়া অঞ্চলের বাবুরামপুর এলাকার এক ব্যক্তি রামজীবনপুর থেকে কাঁটাগোলা এলাকার রাস্তা দিয়ে ফিরছিল। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় এক মহিলাকে একা পেয়ে তার শ্লীলতাহানি করে ওই ব্যক্তি। কোনরকমে ওই মহিলা দৌড়ে পালিয়ে যায়। মহিলাটি পালানোর সময় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একটি পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দিলে তার মাথায় আঘাত লাগে বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর মহিলার চিৎকারে সেখানে আসে স্থানীয় মানুষজন। তারা তখন ধরে ফেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। ওই ব্যক্তি তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তারপরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর কয়েকঘন্টা পর হঠাৎ করে কয়েক'শ দুষ্কৃতী রাতের অন্ধকারে হানা দেয় কাঁটাগোলা এলাকায়। রীতিমতো তান্ডব চালিয়ে এলাকার প্রায় ৩০টি বাড়িতে ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা। ভেঙে ফেলা হয় বেশ কয়েকটি মোটরবাইক। একটি টোটো গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। এলাকা জুড়ে কয়েক ঘন্টা সন্ত্রাস চালানো হয়। কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রচন্ড মারধরও করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বংশী মালিক নামে এক ব্যক্তিকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুষ্কৃতীদের মারে আহত বাদল দোলুই ও নয়নতারা দোলুই কে স্থানীয় রামজীবনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। তারপর দুষ্কৃতীরা স্থানীয় মহাদেব দোলুই নামে এক ব্যক্তিকে এলাকা থেকে তুলে নিয়ে চলে যায়। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, শ্লীলতাহানীতে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি নিজের এলাকা থেকে দুষ্কৃতী এনে এই তান্ডব চালিয়েছে। ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এলাকার পরিবেশ এখন থমথমে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আবারও যদি হামলা হয় কি করবো জানিনা, আমরা প্রচন্ড ভয়ের মধ্যে আছি।

পশ্চিমপাড়া অঞ্চল সূত্রে জানা গেছে, শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তার মতো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার জন্যই তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা ক্ষিপ্ত হয়ে একাজ করেছে।

রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মল চৌধুরী বলেন, সামান্য ভুলবোঝাবুঝির কারণে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এখন দুপক্ষই ঘটনার জন্য পস্তাচ্ছে। পাশাপাশি সবাই বসবাস করে সেখানে ঝগড়া করে কি থাকা যায়। সমস্যা আর সেরকম কিছু নেই। সব মিটে যাবে।

প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ সবংয়ের বলপাই প্রাথমিক স্কুলের বুথে প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর। হাসপাতালে ভর্তি। কালো কাপড় বেঁধে বন্দুক নিয়ে ছাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভোট বন্ধ ওই বুথে। সবং-এর নির্বাচন জেলার আর পাঁচটা এলাকার থেকে আলাদা। সবং-এর নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপিকে দায়ী করার পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজের সমালোচনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ মানস ভুঁইয়া। তিনি সবং পুলিশের সমালোচনাও করেন। তার খেদ বারবার পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও আগাম কোনও ব্যবস্থা নিল না পুলিশ। সবং-এর ভোটটা খুব কষ্টের মধ্যেই করতে হল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, মানস ভুঁইয়া সবং-এর মোহাড়ে ২৫৪ ও ২৫৫ নং বুথে ব্যাপক বোমাবাজি। গুরুতর আহত ৫ তৃণমূল সমর্থক। নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এলাকায় র‍্যাফ নামে। গ্রেফতার করা হয় ১ বিজেপি কর্মী।

বুথে দুষ্কৃতী তান্ডব, ছিনতাই ব্যালট বাক্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ গড়বেতা দুই নম্বর ব্লকের নদীপাড়া ৩৩ এবং পিয়াশাল বুথে দুষ্কৃতী তান্ডব। বুথে ঢুকে ভেঙে তছনছ সব। ২৭ নং বুথ পিয়াশালা প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানেও একই রকমভাবে দুষ্কৃতীরা ব্যালট বাক্স থেকে ছিনতাই করে।

দুই বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালবনি ঃ শালবনির তিলাবনীতে ৬৮নং শাপকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথে তৃণমূলের সশস্ত্রবাহিনী বিজেপির ২ জন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেক্টর অফিসারকে মারধর ঃ এনএইচ ৬০ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা রোড ঃ চন্দ্রকোনা রোডের রসকুন্ডুতে সেক্টর অফিসারের গাড়ির চালককে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মারধরের প্রতিবাদে ভোটের কাজে ব্যবহৃত সমস্ত গাড়ির চালকেরা চন্দ্রকোনা রোডে এনএইচ ৬০ অবরোধ করে। অপরদিকে চন্দ্রকোনা রোডের নেড়াকোপায় পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই করার অভিযোগ তৃণমূলের।

মেরে মাথা ফাটানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় ৪ নং অঞ্চলে বিজেপি সমর্থককে মারধর করে টিএমসি গুন্ডাবাহিনী। বিজেপি সমর্থক ভোট দিতে গিয়েছিল তাকে ভোট না দিতে দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জখম ব্যক্তির নাম জগন্নাথ মন্ডল।

অবলুপ্তির পথে পিয়াল গাছ

সমীর মাহাতো, ঝাড় গ্রাম ঃ গ্রীষ্মকালীন জঙ্গলের সব থেকে সুস্বাদু ফল পিয়াল। সংরক্ষণের অভাবে এ রাজ্যে প্রায় অবলুপ্তির পথে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধরা পড়েছে 'পিয়াল ফলের রেণু', প্রাচীন বনৌষধিতে মিলেছে এই ফলের গুণাগুণ। এই ফলের নাম রাজদন, বৈজ্ঞানিক নাম Buchanania lanzan। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার মিলে এর ২০টি প্রজাতি রয়েছে। চিরঞ্জি, চিরৌজি নামেও পরিচিত। ফলের বীজ ওষুধ ও সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, এ রকমই কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রায় শতবর্ষের মধ্যে ঝাড়গ্রামের রামরামা, গোবিন্দপুর, শিরশি, কলাবনি-সহ সব কটি জঙ্গল থেকে এই ফল অবলুপ্তির পথে। কাঁকড়াঝোড় এলাকায় এখনও এই ফল প্রচুর পাওয়া যায়। ঝাড় খন্ডের সিদ্ধেশ্বরী পাহাড়-জঙ্গল সহ অধিকাংশ জঙ্গল এলাকায় এই পিয়াল বন রয়েছে। বুনো খেজুর, ভুঁড়রু, কেন্দ, পিঠালি, কুল জঙ্গলজাত ফল। তবে এদের মধ্যে সব চেয়ে সুস্বাদু হল এই পিয়াল। তার সন্ধানে এই প্রতিবেদক পাড়ি দেন, পিয়াল বল এলাকায়। এই সবে পাকতে শুরু করেছে পিয়াল। ১০-১৫ দিনের মধ্যে পেকে শেষ হয়ে যাবে। বছরের এই সময়ই তা পাওয়া যায়। কাঁচা ফল সবুজ, স্বাদে টক। পাকা ফল ভালোই, স্বাদে টক-মিষ্টি মিশেল। তুলনা দিতে হলে অবিকল কালো আঙুর। গন্ধ খানিকটা কুসুমের মতো। স্থানীয় মানুষ জানান, আগে পাতার ঠোঙার বিক্রি করতাম। থালা প্রতি পাঁচ টাকা পেতাম। এখন বাইরের ব্যবসায়ীরা বীজ কেজি ওজনে নিয়ে যায়। কেজি প্রতি মেলে দেড়'শ থেকে আড়াই'শ টাকা। ওরা বলে এই বীজ থেকে দামি ওষুধ ও মিষ্টি তৈরি হয়। ইন্টারনেটে তথ্য বলছে, পিয়াল গাছ তেমন দেখা যায় না, জাতীয় উদ্যানেও সংরক্ষণ নেই। বনৌষধী বিশেষজ্ঞ নারায়ণ মাহাতো বলেন, শুধু বীজ নয় পিয়াল গাছের পাতা, ছাল সবকিছুই যথেষ্ট ঔষধি গুণের। প্রতিরোধ ক্ষমতা, রক্তাল্পতা, শক্তি বাড়াতে এই ফল বিশেষ উপকারী। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ফলের কথা পাওয়া যায়। এরআগে সব কটি জঙ্গল এলাকায় এই ফলের গাছ ছিল। সংরক্ষণের অভাবে ক্রমশ তা অবলুপ্তি ঘটছে।